

লালসার অনুস্মরণই ধ্বংস

25-May-2023

সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমার
সূন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)
(For Islamic Brothers)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أَلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أَلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন। কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো, সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পানও শরয়ীভাবে জায়য নয় তবে যদি ইতিকাহের নিয়্যত থাকে তবে এই সকল কাজ সাধারণভাবে জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যত শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া, পান করা বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: অর্থাৎ “যে আমার উপর একবার দরুদ শরিফ পড়ে আল্লাহ পাক তার প্রতি ১০টি রহমত অবতীর্ণ

করেন এবং একজন ফিরিশতা ঐ দরুদ শরীফ আমার কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। (মুজাম্মল কাবীর, ৮/১৩৪ সংখ্যা ৭৬১১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ النَّبِيِّ الصَّادِقَةُ هِ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ❦ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ❦ আদব সহকারে বসবো ❦ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ❦ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ❦ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

রোগ কি নিজেই ঔষধ হয়ে যেতে পারে?

উয়ুনুল হিকায়াত ১ম খন্ডের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ার প্রসিদ্ধ বুয়ুর্গ হযরত আবু কাসিম জুনাঈদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদিন রাতে আমার খুবই অস্থিরতা হচ্ছিল। আমি আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল হলাম। কিন্তু আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। আমি খুবই চেষ্টা করলাম ইবাদতে খুবই মনোযোগ এবং নম্রতা ও একাগ্রতা যেন অর্জন হয়ে যায়, কিন্তু আমি এই চেষ্টায় সফল হতে পারলাম না। এরপর আমি কুরআনে পাকের তিলাওয়াত শুরু করে দিলাম

তবুও আমার মনোযোগ এবং অন্তরে শান্তি অর্জিত হলোনা। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম, আজ এমন কি হলো যে আমি ইবাদাতে মনোযোগ স্থাপন করতে পারছি না এবং শান্তি দূর হয়ে গেছে। অবশেষে রাতের শেষ অংশে আমি আমার চাদর কাঁধে রাখলাম এবং ঘর থেকে বেরিয়ে আসলাম। কিছুদূর গিয়ে রাস্তায় এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে চাদরে আবৃত ছিলো। তার নিকটে গেলাম তখন সে তার মাথা উঠালো এবং আমার থেকে জিজ্ঞেস করলো: তুমি এতো বিচলিত কেন? কিয়ামত এসে গেছে কি? আমি বললাম: কিয়ামতের নির্ধারিত দিন এসেছে কি? সেই ব্যক্তি বললো: না। বরং আমি তো এটা জিজ্ঞেস করছি যে তুমি কি অন্তরের অশান্তি এবং অস্থিরতার কারণে উদ্ভিন্ন হয়ে অন্তরে শান্তি অর্জন করতে যাচ্ছে? আমি বললাম: জ্বী হ্যাঁ, আমি আসলেই অন্তরের শান্তির খোঁজে বাইরে বেরিয়েছি এবং এটা জানতে চাচ্ছি যে, কি কারণে আজকের রাতে আমার শান্তি অর্জিত হচ্ছে না? (এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম) আচ্ছা বলো, আমার কাছে কি তোমার কোন দরকার আছে? সে জবাব দিলো: হ্যাঁ, তোমার কাছে দরকার আছে আমার। আমি জানতে চাইলাম: বলো কি প্রয়োজন? সে জবাব দিলো: আবু কাসিম আমাকে এটা বলুন, এমন কোন উপায় আছে কি যে অসুস্থতা কি রোগ নিজেই ঔষধ হয়ে যাবে? আমি বললাম: জ্বী হ্যাঁ, একটি উপায় এমন আছে যে, রোগ নিজেই ঔষধ হয়ে যায়। মনোযোগ দিয়ে শুনো! যখন তুমি নফসের কুপ্রবৃত্তিসমূহের বিরোধিতা করবে অন্তরের সমস্ত রোগ তোমার থেকে দূর হয়ে যাবে এই রোগই ঔষধ হয়ে যাবে।

এটা শুনে সেই ব্যক্তি একটি দীঘ শ্বাস ফেললো এবং বলতে লাগলো: আজ রাতে আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর ৭ বার এভাবেই দেয়া

হয়েছে, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিলো আমি আপনার মুখে নিজের প্রশ্নের উত্তর শুনবো। আল্লাহ পাকের দয়া ও বদান্যতায় আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হলো এবং আমি আপনার পবিত্র মুখে নিজের প্রশ্নের উত্তর শুনে নিয়েছি। এতটুকু বলার পর সেই ব্যক্তি ঐখান থেকে চলে গেলো এরপর আর কখনো তাকে দেখা যায়নি। (উম্মুল হিকায়াত, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন, সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ার মহান বুয়ুর্গ হযরত আবু কাসিম জুনাঈদ বাগদাদী তাকে অন্তরের রোগ (দূর করার) কেমন চমৎকার উপায় বললেন যে, যখন তুমি নফসের প্রবৃত্তিসমূহের বিরোধতা করবে তখন অন্তরের সমস্ত রোগ তোমার থেকে দূর হয়ে যাবে এবং এই রোগ নিজেই ঔষধও হয়ে যাবে। এতে জানা যায়, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এবং নফসের প্রবৃত্তিসমূহ পূরণ করা কেমন ধ্বংসাত্মক রোগসমূহের অন্তর্ভুক্ত যে, এটা অন্তরকে গুনাহের আবর্জনায় পূর্ণ করে দেয়। একটু মনোযোগ দিন, এটাই কি কারণ নয় যে, আমাদের অন্তরে নেকির কথা প্রভাব ফেলেনা এবং ইবাদাতে মন বসেনা। তাই আমাদেরও এই ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন করা উচিত, অনর্থক আকাজক্ষা সমূহ এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে পড়ে নিজের জীবনের আলোকিত প্রদীপ নিভিয়ে দেয়ার পরিবর্তে সুন্নত অনুযায়ী নেকী ভরা জীবন অতিবাহিত করা উচিত।

প্রবৃত্তির অনুসরণ এর পরিচয়

মনে রাখবেন! জায়িয নাজায়িযের পরোয়া করা ব্যতীত নফসের প্রতিটি আকাজক্ষা পূরণে লেগে পরাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ বলা হয়। (বাতেনী বিমারিয়ৌ কি মান্বুমাত, ১০২ পৃষ্ঠা) নিশ্চয়ই উত্তেজনার পিছনে পড়াতে শুধু ক্ষতি আর

ক্ষতি রয়েছে। এর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে এই হাদীসে পাক থেকে ভালোভাবে জানা যায়।

ধ্বংসকারী ৩টি জিনিস

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: ৩টি জিনিস ক্ষতির মুখে ফেলে দেয়। (১) লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মত্ত থাকা। (২) নফসের প্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ করা। (৩) বান্দা তার নিজেকে নিয়ে অহংকার করা। (মুজামুল আউসাত, ৪/২১২, হাদীস ৫৭৫৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা নফসের প্রবৃত্তি সমূহের কেপ্লা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সফল হয়ে যাই তাহলে লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বদভ্যাসও দূর হয়ে যাবে এবং বিভিন্ন ধরনের গুনাহ থেকেও পরিত্রাণ পাব। এভাবে আমাদের বাতেন পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং নম্রতা ও একাগ্রতা সহকারে আমাদের ইবাদাতে মন বসার নেয়ামতও অর্জিত হয়ে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের আকাঙ্ক্ষাসমূহ কখনো শেষ হয় না। দিন প্রতিদিন আকাঙ্ক্ষাসমূহের এই সীমা দীর্ঘ হতে থাকে। বর্তমান যুগে এই আকাঙ্ক্ষাসমূহের আগুন নেভানোর জন্য কর্তৃ নেয়ার প্রয়োজন পড়ুক কিংবা হালাল ও হারাম মাধ্যম ব্যবহার করার দরকার পড়ুক এরও পরোয়া করা হয়না। আসুন! প্রবৃত্তির অনুসরণের নিন্দায় কুরআনে পাকের কিছু আয়াতে মুবারাকা শুনি, যেনো আমরাও নফসের কুপ্রবৃত্তিসমূহ এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে অবগত হই এবং এ থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। যেমন আল্লাহ পাক ১৬ নং পারার সূরা মরিয়মের আয়াত নং ৫৯ ইরশাদ করেন:

কানযুল ইরফান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর ঐ অপদার্থ লোক তাদের স্থলে আসলো যারা নামাযসমূহ নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে। অতঃপর অতিসত্বর তারা জাহান্নামের ভয়ানক গায়্যা জঙ্গলের দেখা পাবে।

হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুযুত্বী শাফেয়ী এই আয়াতের ব্যাপারে উদ্ধৃত করেন: হযরত উকবা বিন আ মের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, অতিসত্বর আমার উম্মতের মধ্যহতে আহলে কিতাব এবং আহলে লাবান ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর আমি আরজ করলাম: **ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আহলে কিতাব কারা? ইরশাদ করেন: এসব লোক যারা কিতাব এইজন্য শিখে, যেনো এর দ্বারা ঈমানদারদের সাথে ঝগড়া করতে পারে। আমি আরজ করলাম: আহলে লাবান কারা? ইরশাদ করেন: এসব লোক যারা কুপ্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ করে এবং নামাযসমূহ নষ্ট করে। (তাকসীরে দুররে মনসুর, ৫/৫৬৭)

হযরত ইবনে ইশআত رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাক হযরত দাউদের প্রতি অহী অবতীর্ণ করলেন যে, নিশ্চয় ঐ অন্তর যা দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা সমূহের সাথে মিলিত হয়, সে আমার থেকে দূরে।

(তাকসীরে দুররে মনসুর, ৫/ ৫২৬)

এক স্থানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

কানযুল ইরফান থেকে অনুবাদ: আর আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর রহমত দ্বারা প্রত্যাভর্তন করতে চান এবং যারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। তারা চায় যেনো তোমরা সরল পথ থেকে অনেক পৃথক হয়ে যাও।

এই আয়াতে মুবারাকার শানে নুযুল হলো, ইহুদী, নাসারা এবং অগ্নিপূজকরা ভাই ও বোনের মেয়েদের সাথে বিবাহ হালাল মনে করতো, যখন আল্লাহ পাক তাদের সাথে বিবাহ হারাম ঘোষণা করলেন, তখন তারা মুসলমানদের বলতে লাগলো, যেভাবে তোমরা খালা ও ফুফুর মেয়েদের সাথে বিবাহ জায়িয মনে করো, অথচ খালা এবং ফুফু তোমাদের উপর হারাম। একই ভাবে তোমরা ভাই ও বোনের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করো। এর প্রেক্ষিতে এই এই আয়াত নাযিল হল যে, তারা চায় তোমরাও তাদের মত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাও।

(মাদারিক, নিসা আয়াত নং ২৭ নং আয়াতের পাদটীকা, ২২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন আল্লাহ কিভাবে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারীদের নিন্দা করেছেন যে, এমন লোকদের জাহান্নামের গায়্যা নামক জঙলে নিক্ষেপ করা হবে। একইভাবে দ্বিতীয় আয়াতে মুনাফিকদের নিন্দা করেছেন, তারা প্রবৃত্তির অনুসরণে পড়ে অপমানিত ও অপদস্থ হয়েছে। এখন তারা অন্তরের বিদেষ ও শত্রুতার ফলে চায় যে, মুসলমানদেরও যেনো এই কু অভ্যাসে লিপ্ত করে দেয়া যায়।

বর্তমানে মুসলমানদের আমলের অবস্থা দেখে এটাই ধারণা হয় যে, অমুসলিম জাতিগুলো তাদের এই নাপাক ষড়যন্ত্রে সফল হতে দেখা যাচ্ছে। আজ মুসলমান নফস ও শয়তানের খোঁকায় পড়ে তার কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে পশ্চিমাদের সংস্কৃতি এবং অপরদের আচরণ ও অভ্যাসে প্রভাবিত হয়ে তাদের মত কাজ করতে আল্লাহর পানাহ গর্ববোধ করে। পুরুষরা নারীদের মতো পোশাক তাদের অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছে, মহিলারা পর্দা কে ছেড়ে দিয়ে বাজার ও গলিতে

বেপর্দা ঘুরাফেরা করা, ফ্যাশনের নামে সংকুচিত আঁটসাঁট পোশাক পড়ে কুদৃষ্টির মাধ্যম হওয়াকে যেনো নিন্দনীয় মনেকরা ছেড়ে দিয়েছে। বাচ্চাদের লালনপালনের অবস্থা এই যে, তাদের দ্বীনী ইলম শেখানোর পরিবর্তে দুনিয়াবী ইলম শেখানো হয়। যদি বাচ্চা একটু মেধাবী হয় তাহলে তাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, কম্পিউটার প্রোগ্রামার বানানোর ইচ্ছা জেগে উঠে। এই ইচ্ছাপূরণের জন্য দ্বীনী শিক্ষা ছেড়ে শুধু দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের এবং নিজের সন্তানসন্ততির সংশোধনের জন্য এবং তাদেরকে ছোটকাল থেকেই আখিরাতের প্রতি চিন্তার মনমানসিকতা দেয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। এই মাদানী পরিবেশের বরকতে অসংখ্য ফ্যাশনের পুজারী লোকজন তাওবা করে সুন্নাতের পথে চলতে শুরু করেছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নফসের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করার মনমানসিকতা বানাতে প্রবৃত্তির অনুসরণের নিন্দায় কিছু হাদীস শরিফ পেশ করছি, যেনো এই ভয়াবহ রোগ থেকে বাঁচতে আরো বেশী সফলতা অর্জিত হয়। যেমন:

জান্নাত এবং দোজখ তোমার নিকটে

হযরত আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: জান্নাত তোমাদের থেকে এরচেয়েও অধিক নিকটবর্তী যতটুকু তোমাদের জুতোর ফিতা জুতোর কাছে এবং দোজখও এমন।

(অর্থাৎ অনেক বেশী নিকটবর্তী) হ্যাঁ জান্নাতকে কষ্টসমূহ দ্বারা এবং দোষখকে কুপ্রবৃত্তি এবং স্বাদ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে।

(বুখারী, কিতাবুর রিকাব, ৪/২৪৩, হাদীস:৬৪৮৭)

বুদ্ধিমান এবং বোকা কে?

এভাবে প্রিয়নবী হুযর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: বুদ্ধিমান ও চালাক সে, যে তার নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে এবং সে অক্ষম যে নফসের কুপ্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহ পাক (এর রহমতে জান্নাত পাওয়ার) আশা রাখে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/ ৪৯৬, হাদীস ৪২৬০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় জান্নাত নেয়ামত ও আরাম আয়েশে পরিপূর্ণ অত্যন্ত সুন্দর স্থান। কিন্তু, ঐখানে পৌঁছা সহজ নয় বরং এর পথে ইবাদাত, বন্দেগী এবং নেকীর আকৃতিতে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ঘাটি রয়েছে। যেগুলো পার করা জরুরী। অন্যদিকে, দোষখ আতঙ্ক, কষ্ট এবং বিভিন্ন ধরনের আযাবের জায়গা কিন্তু, এর কাছে পৌঁছা খুবই সহজ। কেননা, জাহান্নামকে নফসের কুপ্রবৃত্তিসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি নফসের নাজায়িয় প্রবৃত্তিসমূহ পূরণের মধ্য দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত করবে, ভয়ের ব্যাপার এই যে, তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। তাই আমাদের মধ্যে যারা জান্নাতে প্রবেশের এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচতে চায়, (প্রত্যেক ব্যক্তির এই আশা রাখাও উচিত) তার উচিত, নফসের বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে নাজায়িয় প্রবৃত্তির পাশাপাশি তার জায়িয় আকাজ্ফা সমূহও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা। কারণ, জায়িয় আকাজ্ফা সমূহ নিয়ন্ত্রণ না করা নাজায়িয় কুপ্রবৃত্তিতে লিপ্ত হবার কারণ হবে। আসুন! শিক্ষা অর্জনের জন্য আরেকটি হাদীসে পাক শুনি।

হযরত আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যখন আল্লাহ পাক জান্নাত এবং দোযখ সৃষ্টি করলেন, অতঃপর, হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে জান্নাতের দিকে প্রেরণ করেন এবং ইরশাদ করেন: জান্নাত এবং এর ঐ নেয়ামতগুলো দেখো, যা আমি জান্নাতবাসীদের জন্য তৈরী করেছি। প্রিয় নবী হযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: অতঃপর হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام জান্নাতে আসলেন জান্নাত এবং জান্নাতবাসীর এর জন্য আল্লাহর তৈরি করা নেয়ামত সমূহ দেখে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন: আপনার সম্মান ও মহত্বের শপথ! যে এই জান্নাতের ব্যাপারে শুনবে সে নিশ্চয় এখানে প্রবেশের চেষ্টা করবে। অতঃপর আল্লাহ হুকুম দিলেন এবং জান্নাতকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দ্বারা ঢেকে দেয়া হলো। এরপর আল্লাহ পাক হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে বললেন: দ্বিতীয়বার যাও, জান্নাত এবং এর নেয়ামতসমূহ দেখ। যা আমি জান্নাতীদের জন্য তৈরী করেছি। প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام দ্বিতীয়বার জান্নাতে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, একে যন্ত্রণা ও কষ্টসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। হযরত জিবরাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন: হে আল্লাহ! আপনার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি ভয় পাচ্ছি যে, এখন এখানে কেউই প্রবেশ করতে পারবেনা। এরপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: এখন দোযখের দিকে যাও এবং দোযখ ও তার আযাবসমূহ দেখ, যা আমি দোযখবাসীর জন্য তৈরি করেছি। হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام গিয়ে দেখলেন, দোযখ (এর আগুনের) এক অংশ অপর অংশের উপর চড়ছে। তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন: হে আল্লাহ!

আপনার সম্মান ও মহত্বের শপথ! কেউই এমন নেই যে জাহান্নাম (এর শাস্তির) ব্যাপারে শুনবে এবং এতে প্রবেশ করবে, (অর্থাৎ সে বাঁচার চেষ্টা করবে) অতঃপর আল্লাহ পাকের হুকুমে জাহান্নামকে কুপ্রবৃত্তি, আকাজ্জা এবং স্বাদের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। এরপর আল্লাহ পাক জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে হুকুম দিলেন: আবারো জাহান্নামের দিকে যাও। জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام গেলেন এবং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: হে আল্লাহ! আপনার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমার ভয় হচ্ছে এখন এর থেকে কেউই বাঁচতে পারবেনা। বরং (কুপ্রবৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে) এতে গিয়ে পড়বে। (তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল জান্নাত, হাদীস: ৪, ২৫৬৯/২৫৬ পৃষ্ঠা)

হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা

হযরত আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: কুপ্রবৃত্তি বলতে ঐ দুনিয়াবি কাজকর্ম যেগুলো দ্বারা স্বাদ অর্জন করা হয়। শারীয়ত তা করার ব্যাপারে মাধ্যম ব্যাতিরেকে নিষেধ করুক কিংবা এর করার ফলে আল্লাহর আহকাম সমূহের মধ্যহতে কোনো হুকুমের লঙ্ঘন হয়। এছাড়াও যেগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে এবং ঐসব জায়য ও মুবাহ কাজ যেগুলোর উপর আমল করার ফলে হারামে লিপ্ত হবার ভয় হবে সবকিছু এই (কুপ্রবৃত্তির) অন্তর্ভুক্ত। (ফাতহুল বারী, ১১/২৭৩)

হযরত আত্টিয়্যাহ বিন সাদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুতাকী এবং পরহেযগার হতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত নাজায়িয় কাজ থেকে বাঁচার জন্য জায়য ও মুবাহ কাজ ছেড়ে দিবেনা। (মুত্তাদরাক হাকিম, ৫/৫৪৫, হাদীস: ৭৯৬৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে জানা গেল যে, কষ্ট ও যন্ত্রণার এই সমুদ্র পার করার পরেই বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে এবং নফসের কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করার মাধ্যমেই দোষখ থেকে রেহাই পাবে। হযরত আলী মুরতাদ্বা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কুফায় খুতবা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: হে লোকেরা তোমাদের নিয়ে আমার সবচেয়ে বেশী দীর্ঘ আশা এবং নফসের কুপ্রবৃত্তি অনুসরণের ভয় হচ্ছে। কারণ দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং নফসের কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ হকু থেকে বিচ্যুত করে দেয়। সাবধান! নিশ্চয় দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। নিঃসন্দেহে আখিরাত আসন্ন এবং এ দুয়ের প্রত্যাশাকারী রয়েছে। তোমরা আখিরাতের প্রত্যাশাকারী হও। দুনিয়ার প্রত্যাশাকারী হয়ো না। আজ আমল আছে হিসাব নয় এবং কাল (কিয়ামাতে) হিসাব হবে। আমলের সুযোগ হবেনা।

(যুহদ ওয়া ক্বাসরিল আমাল, ৫৮ পৃষ্ঠা)

হযরত ওসমান গণি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কবর দেখে অনেক বেশী কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বললেন: নিজের একাকী সময়ের কথা মনে পড়ে যায়। কেননা কবরে আমার সাথে মানুষদের মধ্যে কেউই থাকবে না। (এরপর নেকীর দাওয়াতের মাদানী ফুল দিতে গিয়ে) বলেন: যার জন্য দুনিয়া কারাগার, তার জন্য কবর হলো জান্নাত। যার জন্য দুনিয়া জান্নাত, তার কবর তার জন্য কারাগার। যার জন্য দুনিয়ার জীবন বন্দিত্বের ন্যায় ছিলো, মৃত্যু তার নিষ্কৃতির পয়গাম। যে দুনিয়ায় নফসের কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করেছে, সে আখিরাতে পরিপূর্ণ অংশ পাবে। উত্তম ব্যক্তি সে, যে দুনিয়া তাকে ছেড়ে দেয়ার পূর্বে নিজেই দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে এবং তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের আগেই তার প্রতি সম্ভুষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির কবরের কার্যক্রম তার দুনিয়াবী জীবনের

অনুরূপ। অর্থাৎ নেকী অর্জনের মধ্য দিতে জীবন অতিবাহিত করলে কবরে সুখ শান্তি এবং যদি গুনাহ করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে সর্বনাশ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর নেক বান্দাগণ কবরের অভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ নিয়ে কেমন চিন্তা ভাবনা করতেন এবং দুনিয়ার চাকচিক্য ও নফসের প্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ থেকে কতো দূরে থাকতেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা জানতেন দুনিয়ায় মনোনিবেশ করা এবং প্রবৃত্তির পিছু পিছু চলা আখিরাতে ক্ষতির কারণ। কিন্তু আফসোস! আমরা কতবার কবরস্থানে গিয়ে মৃত ব্যক্তিকে নিজ হাতে দাফন করেছি কিন্তু এরপরও শিক্ষা অর্জন করিনা যে, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারী এবং দুনিয়াকে নিজের সবকিছু ধারণাকারী আজ কবরে এর ফল ভোগ করছে। মনে রাখবেন! বাহির থেকে একই ধরনের মনে হওয়া কবর ভিতরে এক রকম নয়। কারো কবর হয় ফুলের উদ্যান। অন্যদিকে কারো কবর হয় শিখা প্রজ্জ্বলিত আগুন ও সাপ বিচ্ছুর গর্ত। শুধু এতটুকুই চিন্তা করুন যে নফসের আকাঙ্ক্ষাসমূহে ডুবে এক ওয়াক্ত নামাজ একবার ছেড়ে দিলে, একবার মিথ্যা বললে, একবার গিবত করলে, একবার কুদৃষ্টির কারণে, একবার গান শুনলে কিংবা সিনেমা দেখলে, একবার গালমন্দ করলে অথবা একবার শরয়ী কারণ ব্যতীত রাগান্বিত হয়ে কাউকে বকা দিলে, একবার দাঁড়ি কর্তন অথবা এক মুষ্টি থেকে ছোট করলে শাস্তি স্বরূপ যদি ছোট কবরে ঘোর অন্ধকারে ভয়ানক নির্জনে রেখে দেয়া হয়, তাহলে কি হবে! নিশ্চয় আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় প্রদর্শনকারীদের জন্য এই কল্পনাই কম্পনসৃষ্টিকারী। এটাতো শুধু বাহ্যিক কল্পনা। না হয় আল্লাহ পাকের অসম্পৃষ্টি নিয়ে মারা যাবার পর কবরে যেসব আযাবের সম্মুখীন হতে হবে সেগুলো কে সহ্য করতে পারবে? হিলয়াতুল আউলিয়া তে বর্ণিত আছে:

যখন বান্দা কবরে প্রবেশ করে, তাকে ভয় লাগানোর জন্য ঐ সকল বস্তু চলে আসে, যেগুলো সে দুনিয়াতে ভয় পেত এবং আল্লাহকে ভয় পেত না।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২, ক্রমিক নং ১৪৩১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নফসের প্রবৃত্তিসমূহ এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। যারা আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টি অর্জনের জন্য নফসের প্রবৃত্তিসমূহ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ পাক তাদের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত দ্বারা পুরস্কৃত করেন। যেমন: পারা ৩০ সূরা নাযিয়া আয়াত নং ৪০ ও ৪১ এ ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ইরফান থেকে অনুবাদ: আর সে, যে তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে ভয় করেছে নফসকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে। তাহলে নিশ্চয় জান্নাতই (তার) ঠিকানা।

এই আয়াতে আল্লাহ পাক নফসের প্রবৃত্তিসমূহ পরিত্যাগকারীদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দ্বারাও ধন্য করেছেন। হযরত আবু সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: নফসের প্রবৃত্তিসমূহ হতে কোন একটি প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করা অন্তরের জন্য এক বছরের রোযা এবং পুরো বছর ব্যাপী রাতের ইবাদাত থেকেও অধিক উপকারী।

(কুতুল কুলুব, ২/ ৩৩৬) (ফয়যানে সুন্নাত, ৭৩৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন নফসের প্রবৃত্তিসমূহ পরিত্যাগ করা কেমন উপকারী! যে তার উপর প্রবৃত্তি সমূহের দরজা বন্ধ করে নেয় আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের নেয়ামতসমূহ দ্বারা ধন্য করেন। তাই আমাদেরও উচিত আমরা যেন এই পুরস্কার ও সম্মান গুলো থেকে বঞ্চিত না থাকি। এগুলো অর্জনের জন্য নফসের প্রবৃত্তিসমূহ থেকে বাঁচার

প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকি। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে উদ্বুদ্ধকারী অনেক মাধ্যম হতে পারে। আসুন! তন্মধ্যে পাঁচটি মাধ্যম ও এর প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করি, যাতে এর অনিষ্ট থেকে বাঁচা আরো সহজ হয়।

(১) দ্রুত প্রভাব গ্রহণ করে ফেলা

কোন বস্তুর প্রশংসা শুনে অথবা কারো কাছে কোন বস্তু দেখে অন্তরে এই ইচ্ছা সৃষ্টি হওয়া যে, এই জিনিস আমার কাছেও থাকা উচিত। (যেমন কারো মোবাইল, লেপটপ, আইপেড, ঘর, দোকান, গাড়ি ইত্যাদি) এই বস্তুগুলো দেখলে সেগুলোর প্রয়োজন আমাদের হোক বা না হোক, ব্যাস! মাথায় একটি চিন্তায় ভর করে, যেকোন ভাবে আমি যেন এগুলো অর্জন করে ফেলি। এখন, জিনিসগুলো অর্জন করা কষ্টসাধ্য হওয়াতে ব্যক্তি তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য জায়িয ও নাজায়িযের সীমা পার করতে থাকে। এভাবে সে ধ্বংসের গভীর গর্তে নিপতিত হয়।

প্রতিকার

এর প্রতিকার হলো, ব্যক্তি যেন তার প্রয়োজন ও নাজায়িয আকাঙ্ক্ষার মাঝে তফাৎ সৃষ্টি করার অভ্যাস করে। এই ব্যাপারে কোন একনিষ্ঠ ও নেককার বন্ধুর পরামর্শ নেয়। নফসের প্রবৃত্তির নিন্দা ও তার ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে এবং জায়িয ইচ্ছা পূরণের জন্য যেনো জায়িয মাধ্যমই গ্রহণ করে।

(২) অমিতব্যয়িতার বদঅভ্যাস

এইভাবে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে উদ্বুদ্ধকারী একটি কারণ অমিতব্যয়িতার বদঅভ্যাসও হতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তির মাঝে অমিতব্যয়িতার অভ্যাস থাকবে, সে যেকোনো পছন্দ হওয়া জিনিস কিনতে

থাকবে। এটাও ভাববে না যে, আমি যা কিনেছি তার প্রয়োজন আমার আছে নাকি নেই। এভাবে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে অত্যধিক অর্থ অপচয় করতে থাকে।

প্রতিকার

এর প্রতিকার হলো, ব্যক্তি অর্থ খরচ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনকে তার সামনে রাখবে। প্রয়োজন ব্যতীত কোন জিনিস যেন না কিনে। সম্ভব হলে বিনা প্রয়োজনে খরচ করার পরিবর্তে সেই অর্থ যেন সাদকা করে দেয়। মনে রাখুন! যে ক্ষেত্রে শরয়ী, অভ্যাসগত এবং মানবিকভাবে ব্যয় করা নিষেধ, সেখানে ব্যয় করা যেমনঃ ফিসক্ব, পাপাচার, গুনাহের ক্ষেত্রে ব্যয় করা, পরিচিত মানুষের জন্য এমন এভাবে ব্যয় করা যে, নিজ আত্মীয় স্বজনদের নিঃস্ব ছেড়ে দিয়েছে, তাদের সাহায্য না করা একে অপচয় (অমিতব্যয়িতা) বলা হয়। (বাতেনী বিমারিগৌ কি মালুমাৎ, ৩০১ পৃষ্ঠা) অপচয় এবং অমিতব্যয়িতা শরীয়ত বিরোধী হলে হারাম এবং মানবিকতা বহির্ভূত হলে মাকরুহে তানযিহী। (আল হাদীক্বাতুন নাদীয়া, ২/২৮, বাতেনী বিমারিগৌ কি মালুমাৎ ৩০৭ পৃষ্ঠা)

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাৎ হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বিশ্ববিখ্যাত কিতাব ফায়যানে সুন্নাৎের ১ম খন্ড ২৫৬ পৃষ্ঠাতে আছে: প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মাত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন তাফসীরে নাঈমী ৮ম খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠাতে বলেন: অপচয় এর অনেক তাফসীর আছে। (১) হালাল বস্তুকে হারাম জানা। (২) হারাম বস্তু ব্যবহার করা। (৩) প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পানাহার ও পরিধান করা। (৪) যা ইচ্ছা করে পানাহার কিংবা পরিধান করে নেয়া। (৫) দিনরাত বারংবার পানাহার করতে থাকা, যার

ফলে পাকস্থলী খারাপ হয়ে যায়, সে অসুস্থ হয়ে যায়। (৬) অস্বাস্থ্যকর এবং ক্ষতিকর জিনিস খাওয়া। (৭) সর্বদা পানাহার এবং পরিধানের চিন্তায় থাকা যে, এখন খাবো, পরবর্তীতে কি খাবো। (ক্লহল বায়ান, ৩/ ১৫৪) (৮) উদরপূর্তির জন্য খাওয়া। (৯) গুনাহ করার জন্য খাওয়া। (১০) ভালো পানাহার এবং উন্নত পোশাক পরিধানে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়া যে, কখনো সাধারণ খাবার খেতে না পারা। (১১) উত্তম খাবারকে নিজের বিশেষত্বের ফলাফল মনে করা। মোটকথা, এই এক শব্দে অনেক আহকাম অন্তর্ভুক্ত।

(তাকসীরে নাঈমী, ৮/৩৯০, লাহোর থেকে প্রকাশিত)

(৩) অন্যের বিষয়ে অনর্থক চিন্তাভাবনা

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হওয়ার একটি কারণ হলো অন্যের বিষয়ে অনর্থক চিন্তাভাবনা। অন্যের উন্নত পোশাক, আলিশান বাসস্থান, অত্যুত্তম জীবনধারার ব্যাপারে অনর্থক চিন্তাভাবনা শুধু হিংসার মতো ক্ষতিকর রোগ জন্ম দেয়না, বরং এর ফলে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের আগুনও অন্তরে প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। এরপর, ব্যক্তি প্রবৃত্তি পূরণে অন্ধ হয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য হারাম মাধ্যমও গ্রহণ করতে শুরু করে।

প্রতিকার

এর প্রতিকার হলো, ব্যক্তি অন্যের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা থেকে বিরত থাকবে। যা কিছু **আল্লাহ পাক** তাকে দান করেছেন এর উপর ধৈর্যধারণ ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষকে দেখে শুকরিয়া আদায় করা এবং বুয়ুর্গানে দ্বীনের জীবনী সম্পর্কে পড়ে তাদের জীবন যাপনের পদ্ধতির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা। যেনো নেকী এবং ভালো কাজের প্রতি অন্তর আকর্ষিত হয়।

(৪) নিজের সংশোধনের ব্যাপারে অলসতা

নফস ও শয়তানের অনুসরণের একটি কারণ নিজের সংশোধনের প্রতি মনোযোগ না দেয়া। যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে জবাবদিহিতা করেনা সেই কখনো তার দোষ ত্রুটি ও গুনাহের ব্যাপারে অবগত হতে পারে না। এভাবে শয়তানের অনুসরণে লিপ্ত হয়ে গুনাহ করতে থাকে।

এমন ব্যক্তির উচিত প্রতিদিন তার নফসের ব্যাপারে জাবাবদিহিতা করা। যাকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশে নেক আমলের পর্যালোচনা করা বলে। রাতে ঘুমানোর পূর্বে এটা চিন্তা করবে যে, আজ আমি কি কি নেক আমল করেছি? এবং কি কি খারাপ কাজ এবং গুনাহ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে? গুনাহের ফলে নিজের নফসকে তিরস্কার করবে এবং ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করবে। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাতের দেয়া ৭২ নেক আমলও নফসের জাবাবদিহিতা করার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্যকারী। প্রতিদিন নেক আমলের পর্যালোচনা করে প্রতি মাসে নেক আমলের রিসালা জমা করানো এলাকাভিত্তিক ১২ দ্বীনী কাজের মধ্যহতে একটি দ্বীনী কাজ। নেক আমলের উপর আমল করা নিজের আমলের হিসাব করা এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করার সেবা উপায়। তাই আপনারাও নেক আমলের উপর আমল করুন। প্রতিদিন নেক আমলের পর্যালোচনা করে নেক আমলের রিসালা পূরণ করুন। প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম দশ দিনের ভেতর নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন। এর বরকতে শয়তানের অনুসরণের মতো ক্ষতিকর রোগ এবং অন্যান্য গুনাহ থেকেও বাঁচার মনমানসিকতা তৈরি হবে।

(৫) উদরপূর্তি

তদ্রূপ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হওয়ার একটি কারণ হলো উদরপূর্তি। অর্থাৎ পেট ভরে খাবার খাওয়া। কারণ এটা স্বাভাবিক যে, যার পেট ভরা থাকবে তাকে শয়তান সহজে কাবু করতে পারে। যার ফলে নেকীর কাজে মন বসে না। বরং নফসের প্রবৃত্তিসমূহ জেগে উঠে এবং এর ফলে গুনাহের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়।

হযরত ইয়াহয়া মুআয রায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: যে পেট ভরে খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তার শরীরে মাংস বেড়ে যায়। যার শরীরে মাংস বেড়ে যায়, সে প্রবৃত্তি পুজারী হয়ে পড়ে। যে প্রবৃত্তি পুজারী হয়ে যায়, তার গুনাহ বেড়ে যায়। যার গুনাহ বেড়ে যায় তার অন্তর কঠোর হয়ে যায়। যার অন্তর কঠোর হয়ে যায় সে দুনিয়ার ঝঞ্জাট রং তামাশার মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। (মুনবিহাতুল আসফালানী, ৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অত্যন্ত উদ্বেগের কথা হলো পেট ভরে খাওয়া মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। যেমন হযরত ইমাম মুহাম্মাদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: বেশী খেলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ফিতনা সৃষ্টি হয়। ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার এবং অনর্থক কাজ করে ফেলার আগ্রহ তৈরি হয়। কারণ, যখন মানুষ খুব পেট ভরে খায়, তখন চোখে কুদৃষ্টির আকাজক্ষা সৃষ্টি হয়, কান খারাপ কথা শুনতে আগ্রহী হয়ে থাকে, মুখ নোংরা কথাবার্তা বলতে সম্মত হয়, লজ্জাজ্ঞান কুপ্রবৃত্তি পূরনের প্রত্যাশা করে। পা নাজায়িয় স্থানসমূহে যাওয়ার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়ে, এর বিপরীতে যদি মানুষ ক্ষুধার্ত হয়, তাহলে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শান্তিপূর্ণ থাকবে, কোনো খারাপ কাজের লালসায় পড়বেনা, খারাপ কিছু দেখে আনন্দিত হবেনা, হযরত

আবু জা'ফর উস্তায় বলেন: পেট ক্ষুধার্ত হলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শান্তিপূর্ণ থাকে, কোনো জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করেনা, যদি পেট ভর্তি থাকে তাহলে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষুধার্ত থাকার ফলে বিভিন্ন খারাপ কাজের দিলে প্রত্যাবর্তন করে।

(মিনহাজুল আবিদীন, ৫ম পরিচ্ছেদ, আল বাতানু ওয়া হিফযুহু, ৮৬ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে সুন্নাত, ৭০৯ পৃষ্ঠা)

প্রতিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উদরপূর্তি অর্থাৎ পেট ভরে খাওয়ার পর গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় হলো বান্দা ক্ষুধার চেয়ে কম খেয়ে নফসের প্রবৃত্তি নিষ্ফল করে দিবে। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয় যে, বান্দা যেন হারাম লুকমা গ্রহণ করা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকে। জায়য ও মুবাহ খাবারও যেনো ইবাদাতের শক্তি অর্জনের নিয়তে কম খায়। যাতে ইবাদাতের স্বাদ গ্রহণের সৌভাগ্য হয় এবং গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধও না হয়। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে ক্ষুধার চেয়ে কম খাওয়াকে কুফলে মাদিনা লাগানো বলে। এর মনমানসিকতা তৈরিতে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ পেটের কুফলে মদীনা নামক বিখ্যাত কিতাবটি লিখেন। এই কিতাবের অধ্যায়নের বরকতে খাবারের আদব সমূহ, ক্ষুধার চেয়ে কম খাওয়ার উপকারিতা, স্বাস্থ্যবান থাকার উপায়, এছাড়াও আপনি অসংখ্য মাদানী ফুল গ্রহণ করতে পারবেন। মাকতাবাতুল মদীনার যেকোনো শাখা থেকে কিতাবটি সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়া দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে কিতাবটি পড়াও যাবে। ডাউনলোড করা যাবে এবং প্রিন্টও করা যাবে।

মাকতাবাতুল মদীনা

দাওয়াতে ইসলামীর বিভাগ গুলোর মধ্যে মাকতাবাতুল মদীনাও একটি অন্যতম। বর্তমানযুগে বার্তা প্রেরণ, কিতাবাদী ও রিসালা প্রকাশনার জন্য নতুন মাধ্যমসমূহের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। উচিত ছিলো এসব নতুন মাধ্যমসমূহ নেকীর দাওয়াত প্রচার এবং অন্যান্য জায়িয উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা। কিন্তু আফসোস! কিছু বাতিল শক্তি যোগাযোগের মাধ্যমকে তাদের ফ্যাসাদসমূহ পরিপূর্ণ করার হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে। যার মাধ্যমে তাদের পথভ্রষ্টকারী আকাঈদের প্রচার প্রসার করে সহজ সরল মুসলমানদের সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার কাজে লিপ্ত। সর্বোপরি একদিকে বেআমলীর তুফান ঝড় তুলছিল অন্যদিকে বদআকীদার ভয়ানক তুফান ধ্বংসের দৃশ্য দেখাচ্ছিল। তাই শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাতে দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা ইলিয়াস আত্তার কাদেরী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এই ফিতনার যুগেও বদআকীদার এই তুফান প্রতিরোধ করতে সীমাহীন চেষ্টা করেছেন। পরিশেষে তার একনিষ্ঠ চেষ্টা সফল হল এবং ১৪০২ হিজরী, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে আশিকানে রাসূলের দ্বীনী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার সূচনা হয়। দাওয়াতে ইসলামীর এই বিভাগ থেকে শুরু দিকে শুধুমাত্র বয়ানের অডিও ক্যাসেট প্রকাশিত হয়। এর পরে আল্লাহর দয়া এবং প্রিয় নবীর কৃপাদৃষ্টিতে এমন অগ্রগতি নসীব হলো যে অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে শুরু করা মাকতাবাতুল মদীনার অধীনে আজ পাকিস্তানের করাচি প্রেস রয়েছে। এখানে রয়েছে এই বিভাগের অধীনস্থ সকল নতুন সুযোগ সুবিধা। এই স্বল্প সময়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সুন্নাতে ভরা বয়ান মাদানী মুযাকারার অসংখ্য ক্যাসেট এবং VCR বিশ্বব্যাপী পৌঁছেছে, তদ্রূপ

আলা হযরত আমীরে আহলে সুন্নাত অন্যান্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কিতাবাদী অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়ে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে সুন্নত পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যম হচ্ছে।

২৯ নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচতে এবং প্রিয়নবীর সুন্নাত অনুসরণের মনমানসিকতা পেতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যান। এলাকাভিত্তিক ১২ মাদানী কাজে অংশ নিন। শায়খে তারীক্বাত আমীরে আহলে সুন্নাত প্রদত্ত ৭২ নেক আমল অনুযায়ী চলুন। ৭২ নেক আমলের মধ্যে ২৯ নং নেক আমল হলো: আজ আপনি সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খেয়েছেন? এবং খাবার খাওয়ার আগে ও পরে দুআ পড়েছেন? এর উপর আমলের বরকতে আমরা শুধুমাত্র সুন্নাত অনুযায়ী খাবার গ্রহণকারী হয়ে যাবো না বরং ক্ষুধার চেয়ে কম খেয়ে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচতেও সফল হব।

নিয়তের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন নিয়তের সুন্নাত ও আদম সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি প্রথমে দুটি ফারমানে মুস্তাফা: (১) অর্থাৎ আমল নিয়তের উপর নির্ভর করে। (বুখারী ১/৫, হাদীস ১) (২) মুসলমানের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম। (মুজাম্মুল কাবীর অবরানী, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২) ★ প্রত্যেক জায়গি কাজে একাধিক ভালো নিয়ত করা যায়। (বাহারে নিয়াত, ১০ পৃষ্ঠা) ★ ভালো নিয়ত ব্যতীত কোন নেক কাজের সওয়াব অর্জিত হয় না। (সাওয়াব বাড়হানে কে নুসখে, ৩ পৃষ্ঠা) ★ নেকীর কাজে ভালো নিয়তের অর্থ হলো, অন্তর আমলের প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং উক্ত আমল

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হবে। (বাহারে নিয়াত, ১০ পৃষ্ঠা) ★ নিয়ত অন্তরের ইচ্ছাকে বলে, অন্তরে নিয়ত থাকা অবস্থায় মুখে ও বলা অধিক উত্তম।

(বাহারে নিয়াত, ১০ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

নিয়তের অবশিষ্ট সুনাত ও আদব তারবিয়াতি হালকায় বয়ান করা হবে। তাই সেগুলো জানতে তারবিয়াতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত

৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিছুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ

পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَأَ بِهَا اللَّهُ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْبَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সায়্যিছুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।